গাংনীর গাঁড়াডোবে রাস্তায় বাঁশের বেড়া এক পরিবারকে ঘরবন্দী রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়ার এক প্রভাবশালী পরিবার যাতায়াতের রাস্তার বাঁশের বেড়া দিয় ঘিরে দেয়ায় একটি হতদরিদ্র পরিবার প্রায় গৃহ বন্দি হয়ে পড়েছে। কোন উপায় না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্ত হতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভূক্তভোগি আনোয়ার হোসেন নামের ওই ব্যাক্তি।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়ার ইউসুফ মালিথার ছেলে দরিদ্র আনোয়ার হোসেন দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত একটি জমি ক্রয় করে বসবাস করে আসছেন। আনোয়ার হোসেনের পরিবারের লোকজন বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তাটি ব্যবহার করে আসছে দির্ঘদিন। ওই রাস্তাটি খাস জমি হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন তিনি। হঠাৎ রবিবার বিকেলে প্রতিবেশী মৃত জবেদ আলীর ছেলে শেমাইল ও তার লোকজন রাস্তাটি কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়। এনিয়ে আনোয়ার হোসেন প্রতিবাদ করতে গেলে,শেমাইল ও তার লোকজন পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেন বাদি হয়ে ওই গ্রামের শেমাইল,আজগর আলী ও বাবর আলীর নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেন জানান,রাস্তাটি ঘিরে দেয়ায় আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেরাতে পারছিনা। আমার প্রতিবন্ধী কন্যা সন্তান রয়েছে। মাঝে মাঝে সে অসুস্থ্য হয় । অসুস্থ্য হলে তো রাস্তা দিয়ে বেরাতে হবে। সে সুযোগ টুকুও নেই।

এদিকে,শেমাইল পরিবারের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে,তারা জানায় হামলার কোন ঘটনা ঘটেনি। রাস্তা ঘেরা হয়েছে ক্ষোভের কারণে। তবে রাস্তায় দেয়া বেড়া তুলে নেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে প্রবাসী স্বামীর পরকীয়ার বলী স্ত্রী

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বামীর নির্যাতনে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে স্ত্রী জেনিয়ারা খাতুন (২২)। আজ সোমবার দুপুরে জোড়পুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্বামীর পরকীয়া প্রেমের জের সৃষ্ট দাম্পত্য কলহের জেরে এ দুর্ঘটনা বলে জানায় স্থানীয়রা।

জেনিয়ারা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সৌদি প্রবাসী শরিফুল ইসলামের স্ত্রী। তবে প্রবাসী স্বামীর নির্মম নির্যাতন করে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ নিহতের পরিবারের।

অভিযোগে জানা গেছে, শরিফুল ইসলাম ওরফে শরিফ বেশ কয়েক বছর পর সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন। তার বাড়ির পাশের এক মেয়ের সাথে পরকিয়া সম্পর্ক ছিল। এতে প্রায়ই দাম্পত্য কলহে স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো শরিফ। এর জের ধরে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়ায় শরিফের বিচার দাবি করেছেন নিহতের মা।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, দুপুরে স্বামীর বাড়িতে বিষপান করে এক সন্তানের জননী জেনিয়ারা খাতুন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে বামন্দী এলাকায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত গৃহবধুর মা শরিফা খাতুন এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে সংশয় থাকার কথা উল্লেখ করেছেন অভিযোগে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে

ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া করছে। মেয়ের মৃত্যুর জন্য জামাই শরিফের পরকিয়া দায়ী করে তিনি বলেন, প্রায়ই শরীফ তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে শরিফ।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে। নিহত গৃহবধুর মায়ের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ মামলা কিশোর গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে শিশু ধর্ষণ মামলায় নাসিম (১৬) নামের এক কিশোরকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাতে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আজ সোমবার সকালে ওই শিশুর নানি জরিনা খাতুন গাংনী থানায় ধর্ষন মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানায় মামলা নং-৩৬,তারিখ-২৭/০৩/২০২৩ইং। গ্রেফতারকৃত কিশোর নাসিম গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামের কামার পাড়ার নজির হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার সন্ধায় গাংনীর সম্পুর্ণা বিউটি পার্লারে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল ১৪ বছর বয়সি বালিয়াঘাট গ্রামের এক শিশু। ওই সময় তার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ হয় কিশোর নাসিমের। রাত ৯টার দিকে দুজুনের দেখা হয় বামন্দী আল ফালাহ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে। সেখানে একটু কথা বলার জন্য একটি নির্মানাধীন ভবনের তৃতীয় তলায় নিয়ে যায় নাসিম। নাসিমের দুই বন্ধুকে পাহারায় রেখে সেখানে ওই শিশুকে জোর পুর্বক ধর্ষণ করে।

পরে ছাড়া পেয়ে স্থানীয় লোকজনকে ঘটনা খলে বল্লে স্থানীয়রা বিষয়টি বামন্দি পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেয়। খবর পেয়ে বামুন্দি ক্যাম্পের এসআই ইসরাফিল হোসেন ওই শিশুকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত কিশোরকে মধ্যরাতে আটক করে। পরে শিশুটির নানি বাদি হয়ে সোমবার সকালে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,কিশোরের

বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে অভিযুক্ত নাসিমকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বাকি দুই সহযোগীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট ভুলবোঝাবুঝি ও অভিযোগের অবশেষে অবসান হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উভয়দের মধ্যেকার ভুলবোঝাবুঝির অবসান হওয়া বিষয়ে নিশ্চিত করেন।

ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেললনে ইউপি সদস্য আনারুল ই্সলাম আকালি সংবাদ সম্মেলনে জানান, ইউপি চেয়ারম্যান ও আমরা যারা ১২জন ইউপি সদস্য রয়েছি তাদের সাথে একটু মতানৈক্য তৈরী হয়। আমরা কতিপয় সদস্যরা এবিষয়ে চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসন বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। চেয়ারম্যান ও আমাদের সাথে একটু দুরুত্ব তৈরী হয়। এতে ইউনিয়নবাসীরা তাদের সেবা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হচ্ছিল।

এমন বিষয় চিন্তা করে আমাদের মধ্যেকার দুরুত্বের অবসান করে নিলাম। ইউনিয়নের উন্নয়ন ও ইউনিয়নবাসীর সেবার স্বার্থে আমরা আবার এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে চাই। সকলে একত্রিত হয়ে ইউনিয়নের মানুষের কাংখিত সেবা দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের মধ্যেকার জমে থাকা ক্ষোভ ও দুরুত্ব আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্ব্হী অফিসার বরাবর যে অভিযোগ জমা দেয়া ছিল তা প্রত্যাহার করে নিয়েছি বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দিন জানান, এক সাথে চলতে গেলে একাধপু দোষত্রুটি থাকতেই পারে। এবিষয়ে আমাদের মধ্যেকার ভুলবোঝাবুঝির আনুষ্ঠানিক অবসানের জন্য আমরা সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের মধ্যেকার তৈরী হওয়া দুরুত্বের অবসান হলো। আগামী দিন থেকে আমরা ইউনিয়নের উন্নয়নের একত্রে কাজ করার পথ সুদৃড় হবে।

সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা আক্তার জানান, একটি ইউনিয়ন মানে আমাদের একত্রে থাকার একটি পরিবার। সেখানে তেম কিছুই ঘটেনি। সামান্য ভুলবোঝাবুঝির কারনে বিষয়ে এতোদুর গড়িয়েছে। আমাদের মধ্যে পৃথক করে দিয়ে তৃতীয় একটি পক্ষ ফায়দা লুটার চেষ্টা করছিল। এমন বিষয় আমরা বুঝতে পেরে নিজেদের সমস্য নিজেরাই মিমাংসা করে একত্রে মিলে ইউনিয়নের উন্নয়ন করতে চাই। এক সাথে চার বছরের পথ চলা আজকের এই অবসানের মধ্য দিয়ে সুগম একটি প্লাটফর্ম তৈরী হলো।

আব্বাস আলী জানান, আমরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। এবিষয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করছিল একটি পক্ষ। আমরা আমাদের বিষয়টি বুঝতে পেরে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছি।

ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন ও মনগড়া। সামাজিক ভাবে আমাকে হেয় করার জন্য একটি পক্ষ ষড়যন্ত্র করে আমাদের সদস্যদের মধ্যে দুরুত্ব তৈরী করে দিয়েছিল। এটি সদস্যরা বুঝতে পেরে তারা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে যে স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল তা ভুয়া। অন্যকাজের জন্য করা স্বাক্ষরিত কাগজ আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং একসাথে ইউনিয়নের উন্নয়নে কাজ করা প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জানান, সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য লিখিত আবেদন করেছেন ইউপি সদস্যরা। তারা সরাসরি অফিসে এসে প্রত্যাহার পত্র দিয়ে গেছেন। এতে তাদের ভুলবোঝুছি ছিল বলেও প্রত্যাহার পত্রে উল্লেখ করেছেন তারা।

বামন্দীতে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

বামন্দীতে রমজানের প্রথম দিনেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ‘ক্রেতাদের নাগালের বাইরে শাক-সবজি’ শিরোনামে সাপ্তাহিক (শুক্রবারের) হাটের চিত্র তুলে ধরে গত (২৫শে মার্চ) শনিবার সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মতামত সহ বন্ধ থাকা বাজার মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতার বিষয়টি সংবাদে উঠে আসার পর টনক নড়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের। যার ফলে বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট (শুক্রবার ও সোমবার) রমজানের প্রথম দিন গত শুক্রবারের চিত্র তুলে ধরার পর-ই গাংনী উপজেলা প্রশাসন (২৭ই মার্চ) সোমবার বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট পরিদর্শন, বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা আদায় করে।

বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

এসময় বামন্দী বাজারের শাকসবজির হাট, বিভিন্ন মুদিখানার দোকান ও তরমুজ বিক্রেতাদের মালামাল ক্রয়ের ক্যাশ মেমো যাচাই-বাছাই করেন তিনি। এবং বেশ কয়েকটি মুদিখানার দোকানে অভিযান শেষে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম বলেন, বামন্দী বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তারা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কতটা বেশি দামে বিক্রি করছেন সেটা দেখা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে এখন মোটামুটি বাজারের অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কয়েকটি জায়গায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে এবং সেখানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে। আমাদের এই অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর শহরের দু‘টি রাস্তা সংস্কার কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ড মিয়া পাড়া ও স্টেডিয়াম পাড়ার রাস্তা সংস্কার ও কার্পেটিং কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে পৌর মেয়র এ কাজের উদ্বোধন করেন।

৮ নম্বর ওয়ার্ড স্টেডিয়াম পাড়ার শিল্পকলা মোড় থেকে লাল্টুর দোকান পযর্ন্ত প্রায় ৬৫০মিটার রাস্তা কার্পেটিং যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৩ লক্ষ টাকা এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ড মিয়া পাড়ার রাস্তা সংস্করণ কাজে ৪৭০ মিটার রাস্তার ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ লক্ষ টাকা।

এ সময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভার আনাচে-কানাচে অনেক রাস্তার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, আস্তে আস্তে সবগুলো কাজ করা হবে এবং শিল্পকলা মোড় থেকে লাল্টুর দোকান পযন্ত এটা একটা উন্নত মানের রাস্তা হবে। তিনি বলেন, আপনারা যেভাবে নির্বাচনের সময় আমাকে ভালোবেসে আমার পাশে ছিলেন আমিও ঠিক তেমনি আমার সর্বত্র দিয়ে সব সময় আপনাদের পাশে থাকবো।

২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন ৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন,৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর রোকসানা কামাল ঠিকাদার আসলাম খান পিন্টুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেহেরপুর বিসিকের একটি কারখানায় দুর্ধর্ষ চুরি

মেহেরপুর বিসিক শিল্পনগরীতে মোমিনুল ম্যানফ্যাকচার্স নামের একটি কারখানায় দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ২৫ লাখ টাকা যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে বলে দাবী কারখানা মালিকের। রবিবার দিবাগত রাতে চুরির এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মের্সাস মোমিনুল ম্যানুফ্যাকচারের পিছনের দরজা ভেঙে সংঘবদ্ধ চোরের দল এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কারখানায় থাকা ১৭টি ডাইস মেশিন, কার্টার, গেন্ডিং মেশিন, রেঞ্জ, মিটারসহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি চুরি করে নিয়ে গেছে।

মোমিনুল ম্যানুফ্যাকচার্সের মালিক আজিজুল ইসলাম জানান, সোমবার সকাল ৯টার দিকে প্রতিদিনের ন্যায় কারখানা খুলে দেখি ভিতরে সব তছনছ অবস্থায় আছে। পরে দেখি পেছনের দরজা ভেঙে অধিকাংশ ছোট যন্ত্রাংশগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে চোররা। যার আনুমানিক মূল্য হবে ২৫ লাখ টাকা। তিনি আরো জানান, বিসিক শিল্পনগরীতে দুইজন নিরাপত্তা কর্মী আবাসিকভাবে থাকেন। তাদেরকে বিশ্বাস করে আমরা নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। তাদের বিশ্বাস করাটাই কাল হলো।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, বিসিক শিল্প নগরী কর্মকর্তা আকতারুজ্জামান, মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, নাসিবের জেলা শাখার সভাপতি নাইমুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর বিসিকের উপ-ব্যবস্থাপক ফয়সাল হাসনাত বলেন, এ ব্যাপারে কারখানা মালিকের লিখিত অভিযোগ পেয়ে শিল্পনগরী কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তিতে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যাবে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।

গতকাল সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শোভযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহিদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবদ্দিন, মনিরুল ইসলামসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শোভাযাত্রা ও পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনে’র পথচলা শুরু

স্বাধীনতার সূর্য সন্তান শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে প্রতিটা জেলা-উপজেলায় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চাই এই দাবীকে সামনে রেখে স্বাধীনতার প্রথম সরকার গঠনের ঐতিহাসিক স্থান মুজিব নগর স্মৃতিসৌধে ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

মুজিবনগরে যাত্রার প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দগণ মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলনের স্থানে যান। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আহবায়ক ইকরামুল কবির বাবলুর আহবানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহবায়ক রফিকুর রশীদ, যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ হাফিজ ফারুক, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুলাহ আল আমিন, যুগ্ম আহবায়ক মীর দিনার হোসেন, সদস্য সচিব মির্জা গালিব উজ্জ্বল, তরিকুল ইসলাম (সদস্য), এনামুল হক এনাম (সদস্য), অধ্যাপক গৌতম বসু (সদস্য), কুটু জোয়াদ্দার (সদস্য), সালেহ কাজল (সদস্য), কামরুন্নেছা তানিয়া (সদস্য), অভিজিৎ বসু (সদস্য)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুজিব নগর সরকার কমিটির আহবায়ক দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার।

আরও উপস্থিত ছিলেন, হাসানুজ্জামান রিপন, মোঃ স্বপন আলী, মোঃ শিমুল বিশ্বাস, ইব্রাহিম খান, হাসিবুল ইসলাম, আসলাম, রাজু আহমেদ, ইমরান হোসেন, আবু তালহা বিন হাবিব জুয়েল, আব্দুর রহিম, নয়ন আহামেদ প্রমুখ।

উপস্থিতিগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ সর্বস্তরে বাস্তবায়নের তাগিদ অনুভব করেন। এরই প্রেক্ষাপট ‘বাংলাদেশ জেলা ভিত্তিক স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ সর্বস্তরে বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের গতিশীলতা তরান্বিত করতে ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ নামকরণ করেন।

আহবায়ক ইকরামুল কবির বাবলু বলেন, স্বাধীনতার ৫২ বছরে ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিবসে বিক্ষিপ্ত আকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জা জনক। তাই অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বর্তমান সরকারের নিকট দেশের প্রতিটা জেলা, উপজেলা এমনকি শিক্ষাঙ্গনগুলোতে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চান।

যুগ্ম আহবায়ক ও বাংলা একাডেমীর পদক প্রাপ্ত রফিকুর রশীদ এই আন্দোলনের সাথে একমত পোষণ করে সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চান।

যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ হাফিজ ফারুক বলেন, সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এ আন্দোলন একটি চলমান আন্দোলন। শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ এক নয়; এর ভিন্নতা উপলব্ধিতে আনতে হবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন ৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন,৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এই সাতটি আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে সাতটি স্তম্ভের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এই স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন। অতএব শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনও এক কাতারে ফেলা যায় কী? আসুন আমরা জেলায় উপজেলায় ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ এর পতাকাতলে কাতারবন্দি হয়ে কমিটি গঠন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি জাতীয় বীর শহীদদের স্মরণে প্রতি জেলা উপজেলায় স্মৃতিসৌধ চাই।

বামন্দী-কাজিপুর সড়কের কার্পেটিং শেষ হবে কবে ?

দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন থাকায় একসময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কটি। ভাঙ্গাচোরা সড়কটি পরবর্তীতে গেল বছরে নতুন করে সংস্কার কাজের অনুমোদন হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের ১ বছর পেরিয়ে গেলেও সড়কটির শতভাগ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।

সড়কটির নিশিপুর অংশ থেকে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা বাজার পর্যন্ত সাড়ে ৪কি.মি. এলাকা জুড়ে বালি আর ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও মাসের পর মাস পেরিয়েছে তবুও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কার্পেটিং কাজ শুরু করেনি এখনো। যার ফলে সড়কটিতে ইটের খোয়ার লাল রঙের ধুলোবালি উড়ে সীমাহীন সমস্যার মধ্যে রয়েছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

কার্পেটিং না হওয়ার কারণে ধুলোবালি উড়ে সড়কের চলাচলে এবং

মানুষের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্নতা ঘটাচ্ছে। সড়কটিতে চলাচলকারী পথচারীরা এবং বামন্দী-নিশিপুর থেকে হাড়াভাঙ্গা পর্যন্ত বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাদের যেন বেদনার শেষ নেই। ধুলোবালি উড়ার ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধি জন্মানোর আশঙ্কা করছেন তারা। এ সড়কের ধুলোবালি কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রচন্ড ধুলাবালির কারণে স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে রাস্তা ভেজাচ্ছে বিগত কয়েক মাস ধরে। ধুলোবালিতে গাছগাছালি বিবর্ণ আকার ধারণ করেছে। এ সড়কে নিয়মিত চলাচলকারী মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক চালকেরা প্রায় দিশাহীন হয়ে উঠেছে। কার্পেটিং কাজ না হওয়ার ফলে সড়কটির পাশে অবস্থিত বেশকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরাও চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন, আমাদের স্কুলের পাশের সড়কটিতে ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও কার্পেটিং কাজ হয়নি। যার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধুলোবালিতে এত পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; যা ভাষায় প্রকাশের মতো না। আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি কার্পেটিং সহ সংস্কার চাই।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিতু খাতুন বলেন, রাস্তায় ধুলোবালির কারণে আমাদের স্কুলে আসতে খুব সমস্যা হয়। স্কুলড্রেস নোংরা হয়ে যায় ধুলোবালিতে।

এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বায়েজিদ হোসেন বলেন, স্কুলে যেতে এবং বাড়ি ফিরতে প্রতিদিন ধুলোবালি অতিক্রম করতে হয়; স্কুলে যাওয়ার পথে সাদা স্কুলড্রেস লাল বালিতে লালচে আঁকার ধারণ করে।

সড়কটিতে চলাচলকৃত পথচারী কামাল হোসেন বলেন, ঠিকাদার কাজ না করে ফেলে রাখার কারণে চরম সমস্যার মধ্যে রয়েছি; পেটের মধ্যে ধুলোবালি ঢুকে অসুখ বিসুখ হচ্ছে।

সড়কটিতে চলাচলকারী আরেক পথচারী জাহিদ হাসান বাদল জানান, আমি প্রতিদিন ব্যবসার সূত্রে নতুন ব্রজপুর থেকে বামন্দী যায়।

কার্পেটিং না হওয়ায় প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে; রাস্তার কাজ না করায় ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারের শাস্তি হওয়া দরকার। বারবার শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজ শুরু হচ্ছে না।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ও বালিয়াঘাট গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম জানান, ধুলোবালি উড়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে কয়েকলক্ষ মানুষকে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্পেটিং কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন আশ্বাস দিয়ে বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজকে অনুরোধ করা হয়েছে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। বামন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে পাথর, বালু নিয়ে এসেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু হবে।

তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ঠিক কতদিন নাগাদ কার্পেটিং কাজ শুরু করবে সেবিষয়ে জানতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করা হলেও সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি।